প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

www.dls.gov.bd

১.ভূমিকা:

বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা, সুষম পুষ্টি, বেকার সমস্যার সমাধান ও আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, কৃষি জমির উর্বরতা, নারীর ক্ষমতায়ন এবং বিকশিত স্মৃতি শক্তি ও উন্নত মেধাসম্পন্ন জাতি গঠনে প্রাণিসম্পদ খাতের ভূমিকা অপরিসীম। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সূচিত পথ ধরে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা-এর যোগ্য নেতৃত্বে বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়ন ও আর্থ-সামাজিক অগ্রযাত্রায় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। ২০২৩ সালের মধ্যে দেশের ক্রমবর্ধমান প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির জাত উন্নয়ন এবং রোগ নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে উৎপাদন দ্বিগুণ করার কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে জিডিপিতে স্থিরমূল্যে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান ১.৪৪%, প্রবৃদ্ধির হার ৩.৮০% এবং জিডিপির আকার প্রায় ৫০,৩০১.৩ কোটি টাকা (বিবিএস, ২০২১)। মোট কৃষিজ জিডিপি'তে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান ১৩.১০%। জনসংখ্যার প্রায় ২০% প্রত্যক্ষ এবং ৫০% পরোক্ষ ভাবে প্রাণিসম্পদ খাতের ওপর নির্ভরশীল। সর্বোপরি, পর্যাপ্ত বিনিয়োগ, দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনশক্তি নিয়োগ, সক্ষমতা বৃদ্ধি, ভ্যালু চেইন ব্যবস্থার উন্নয়ন, প্রযুক্তিগত সহায়তার বৃদ্ধি, পিপিপি এবং আর্ন্তজাতিক অংশীদারিত্বের মাধ্যমে ২০২৩ সালের মধ্যে বর্তমান সরকাররে নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়ন, ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে রূপান্তরের লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে।

২. রূপকল্প (Vision):

সকলের জন্য পর্যাপ্ত, নিরাপদ ও মানসম্পন্ন প্রাণিজ আমিষ সরবরাহকরণ।

৩. অভিলক্ষ্য (Mission):

প্রাণিসম্পদের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং মূল্য সংযোজনের (Value addition) মাধ্যমে প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ।

৪. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aim and Objectives):

- গবাদিপশু পাখির উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি;
- গবাদিপশু পাখির রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ;
- মানবসম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি;
- নিরাপদ প্রাণিজাত পণ্যের (দুধ, মাংস ও ডিম) উৎপাদন ও রপ্তানী বৃদ্ধিতে সহায়তা;
- গবাদিপশু পাখির জেনেটিক রিসোর্স সংরক্ষণ ও উন্নয়ন।

৫. প্রধান কার্যাবলী (Main Functions):

- প্রাণিজ আমিষ তথা দুধ, মাংস ও ডিমের উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ;
- গবাদিপশু পাখির চিকিৎসা, রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ;
- উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে গবাদিপশু পাখির জাত উন্নয়ন এবং কৃত্রিম প্রজনন প্রযুক্তি সম্প্রসারণ;
- গবাদিপশু পাখির পুষ্টি ও পশুখাদ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন;
- প্রাণিসম্পদ সেক্টরে দক্ষ জনবল সৃষ্টি ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মানব সম্পদ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ ও প্রাণিজাত খাদ্যের মাননিয়ন্ত্রণ;
- প্রাণিজাত খাদ্যের বাজার ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন ও মূল্য সংযোজনে উদ্যোক্তা তৈরী;
- GAP/GLP প্রচলনের মাধ্যমে খামার ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন সাধন;
- দেশীয় প্রজাতির কৌলিক মান সংরক্ষণ ও উন্নয়ন;
- প্রাণিসম্পদ সম্পর্কিত গবেষণার চাহিদা নিরুপণ ও উদ্ভাবিত প্রযুক্তি সম্প্রসারণ;
- দীর্ঘ ও মধ্যমেয়াদি সরকারের গৃহীত পরিকল্পনা ও সেক্টরাল কর্ম-কৌশলের আওতায় উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
- প্রাণিসম্পদ সেক্টরে প্রয়োজনীয় আইন, বিধি, নীতিমালা ও নির্দেশিকা প্রণয়ন, হালনাগাদকরণ এবং বাস্তবায়ন।

৬. সাংগঠনিক কাঠামোঃ

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো

বেতন গ্রেড	ক্যাডার পদসংখ্যা	নন-ক্যাডার পদসংখ্যা	মোট পদসংখ্যা
১	১	০	১
২	০	০	০
৩	৩২	২৪	৫৬
৪	৬	১০	১৬
৫	৩৮৩	১২	৩৯৫
৬	৭৯৬	৩৫	৮৩১
৭	০	৫	৫
৯	৮৭৫	২২৫	১১০০
১০ - ২০	০	১০৬৪৮	১০৬৪৮
মোট	**২০৯৩**	**১০৯৫৯**	**১৩০৫২**

৭. ২০২০-২১ অর্থবছরে অর্জিত সাফল্য সমূহের বর্ণনাঃ

২০২০-২১ অর্থবছরে প্রাণিসম্পদ উপখাতে অর্জিত উল্লেখযোগ্য সাফল্য সমূহ বর্ণিত হলো-

৭.১। দুধ, মাংস ও ডিমের উৎপাদন বৃদ্ধিঃ

ক) দুধ উৎপাদনঃ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর দুধের টেকসই উৎপাদন নিশ্চিতকল্পে গবাদি-পশুর জাত উন্নয়ন, দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্যের বাজার ব্যবস্থা জোরদারকরণ, দুগ্ধ জাতীয় পণ্যের মাননিয়ন্ত্রণ ও সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা এবং স্কুল ফিডিং এর মাধ্যমে দুধ পানের অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য সূদুর প্রসারী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এ বছরে দুগ্ধ দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল "সাসটেইনেবিলিটি ইন দ্য ডেইরি সেক্টর উইথ মেসেজ অ্যারাউন্ড দ্য এনভায়রনমেন্ট নিউট্রেশন অ্যান্ড সোসিও ইকোনোমিকস্"। দিবসটির অংশ হিসেবে এ বছর ১-৭ জুন দুগ্ধ সপ্তাহ পালন করা হয়েছে। বাংলাদেশকে দুগ্ধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে। দেশের ডেয়রি শিল্পের উন্নয়নে বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে (৪২৮০ কোটি টাকা) " প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প" এর মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, মার্কেট লিংকেজ, ভ্যালু চেইন উন্নয়ন, পশু বীমা চালুকরণ এবং দুধ ও দুগ্ধজাত খাদ্যের ভোক্তা সৃষ্টির কার্যক্রম বাস্তবায়ন হচ্ছে। তাছাড়া, ডেইরি উন্নয়ন বোর্ড স্থাপনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। মহিষ উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে অধিক দুধ উৎপাদনশীল মহিষের কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণ কার্যক্রম দেশব্যাপী চলমান রয়েছে। ২০২০-২১ অর্থ বছরে সরকারি ও বেসরকারি দুগ্ধ খামারে মোট দুধ উৎপাদিত হয়েছে ১১৯.৮৫ লক্ষ মেট্রিক টন এবং দুধের প্রাপ্যতা বেড়ে ১৯৩.৩৮মিলি/দিন/জন এ উন্নীত হয়েছে।

চিত্রঃ বিশ্ব দুগ্ধ দিবস-২০২১ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী জনাব শ ম রেজাউল করিম, এম পি

খ) মাংস উৎপাদনঃ বাংলাদেশ বর্তমানে গবাদিপশু উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ। ২০২০-২১ অর্থবছরে মাংস উৎপাদিত হয়েছে মোট ৮৪.৪০ লাখ মেট্রিক টন এবং মাংসের প্রাপ্যতা বেড়ে ১৩৬.১৮ গ্রাম/দিন/জন এ উন্নীত হয়েছে। বিগত কয়েক বছরে কোরবানির গবাদিপশু আমদানির প্রয়োজন হয়নি। সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগে খামারিরা আগের তুলনায় গবাদি-পশু হৃষ্টপুষ্টকরণে বেশ উৎসাহিত, যার দৃশ্যমান প্রতিফলন হয়েছে ২০২১ খ্রিস্টাব্দের ঈদ-উল-আযহার গবাদি পশুর হাটগুলোতে, শতভাগ দেশী গরুতে বদলে গেছে গবাদি-পশুরহাট, লাভবান হচ্ছে খামারিরা। গত ৪ (চার) বছর ধরে দেশে উৎপাদিত গবাদিপশু দ্বারা কোরবানির চাহিদা পূরণ হয়েছে। বিগত ঈদুল আযহা/২০২১ উপলক্ষে কোরবানীযোগ্য মোট গবাদিপশুর সংখ্যা ছিল প্রায় ১ কোটি ১৯ লাখ ১৬ হাজার ৭০০ এবং কোরবানিকৃত গবাদিপশু ছিল ৯০ লক্ষ ৯৩ হাজার ২৪২। পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে এবছর কোরবানিযোগ্য গবাদিপশুর প্রায় ২৮ লক্ষ উদ্বৃত্ত ছিল। গবাদি-পশুর জাত উন্নয়ন, ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগল পালন সম্প্রসারণ, ভেড়া পালন এবং ব্যাপকভাবে গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশে মাংসের চাহিদা শতভাগ পূরণ করে বিদেশে রপ্তানির সুদূর প্রসারী উদ্যোগ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর গ্রহণ করেছে।

চিত্রঃ দেশ ব্যাপী আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ

গ) ডিম উৎপাদনঃ ২০২০-২১ অর্থবছরে ডিম উৎপাদন ছিল মোট ২০৫৭.৬৪ কোটি এবং অব্যাহত উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে ডিমের প্রাপ্যতা বেড়ে ১২১.১৮ টি/জন/বছর এ উন্নীত হয়েছে। প্রতি বছরের ন্যায় এবারও গত ৯ অক্টোবর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দে ''প্রতিদিনই ডিম খাই, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াই" প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করে পালিত হয়েছে বিশ্ব ডিম দিবস। প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ, সুস্থ, সবল ও মেধাবী জাতি গঠন এবং সর্বোপরি ডিমের গুণাগুণ সম্পর্কে জনসচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে দিবসটি পালন করে আসছে ১৯৯৬ সাল থেকে। সরকারি হাঁস-মুরগির খামারে দেশের আবহাওয়া উপযোগী হাঁস-মুরগির বিশুদ্ধ জাত উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম জোরদারকল্পে সুদূরপ্রসারী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

ছকঃ দুধ, মাংস ও ডিম উৎপাদনের ৫ বছরের পরিসংখ্যানঃ

প্রাণিজাতপণ্য	অর্থবছর				
	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১
দুধ (লাখ মেট্রিক টন)	৯২.৮৩	৯৪.০৬	৯৯.২৩	১০৬.৮০	১১৯.৮৫
মাংস (লাখ মেট্রিক টন)	৭১.৫৪	৭২.৬০	৭৫.১৪	৭৬.৭৪	৮৪.৪০
ডিম (কোটি)	১৪৯৩.৩১	১৫৫২.০০	১৭১১.০০	১৭৩৬	২০৫৭.৬৪

ছকঃ প্রাণিজ আমিষের প্রাপ্যতার বিগত ৫ বছরের পরিসংখ্যানঃ

প্রাণিজাতপণ্য	অর্থবছর				
	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১
দুধ (মিলি/জন/দিন)	১৫৭.৯৭	১৫৮.১৯	১৬৫.০৭	১৭৫.৬৩	১৯৩.৩৮
মাংস (গ্রাম/জন/দিন)	১২১.৭৪	১২২.১০	১২৪.৯৯	১২৬.২০	১৩৬.১৮
ডিম (টি/জন/বছর)	৯২.৭৫	৯৫.২৭	১০৩.৮৯	১০৪.২৩	১২১.১৮

চিত্রঃ ‘‘প্রতিদিন ডিম খাই, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াই” প্রতিপাদ্য নিয়ে পালিত বিশ্ব ডিম দিবস ২০২০ এর বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা

৭.২করোনা কালীন সময়ে প্রাণিসম্পদ অধিপ্তরের কার্যক্রমঃ

- সম্প্রতি কোভিড-১৯ এর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত বিভিন্ন খামারীদেরকে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের আওতায় পরিচালিত “প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প” এর মাধ্যমে প্রণোদনা প্রদান করা হয়েছে। কোভিড-১৯ এর অভিঘাত মোকাবেলায় ৬ লক্ষ ২০ হাজার খামারীর মাঝে ৭৪৬ কোটি টাকা বিতরণের পরিকল্পনা করা হয়েছে। ইতোমধ্যে, প্রথম ধাপে ফেব্রুয়ারি/২০২১ তে মোট ৪ লক্ষ ২ হাজার খামারীর মাঝে সর্বমোট ৪৬৩ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এবং, জুন/২০২১ দ্বিতীয় ধাপে ১ লাখ ৭৯ হাজার ২১ জন খামারিকে ২১৬ কোটি ৮৬ লাখ ৩০ হাজার টাকা প্রণোদনা বিতরণ করা হয়েছে।

চিত্রঃ করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত খামারিদের আর্থিক প্রণোদনা প্রদান অনুষ্ঠান

- মহামারী করোনার ক্রান্তি কালীন সময়ে ভ্রামমাণ বিক্রয় কেন্দ্রের মাধ্যমে সকলের জন্য নিরাপদ প্রাণিজ আমিষ নিশ্চিত করা হয়েছে। লকডাউন অবস্থায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে ভ্রাম্যমান বিক্রয় কেন্দ্রের মাধ্যমে গত ২৫ এপ্রিল ২০২০ খ্রিস্টাব্দ তারিখ হতে ২৫ নভেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ তারিখ পর্যন্ত প্রায় ৬১২৭ কোটি টাকা মূল্যের খামারীদের উৎপাদিত পণ্য (দুধ, ডিম, মুরগী, গবাদিপশু ও পোল্ট্রিরমাংস, ঘি, মিষ্টি ও মাখন) ভোক্তাদের নিকট সরবরাহ করা হয়েছে। তাছাড়া, প্রাণিসম্পদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে ১৪ জুলাই ২০২০ খ্রিস্টাব্দ হতে ৩১ জুলাই ২০২০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অনলাইনে প্রায় ৫০৮ কোটি মূল্যের প্রাণিজাতপণ্য ভোক্তাদের নিকট সরবরাহ করা হয়েছে। তাছাড়া, অনলাইনে ২০২১ সালে কোরবানিযোগ্য গবাদিপশু বিক্রয়লদ্ধ টাকার পরিমান ছিল প্রায় ২ হাজার ৭ শত ৩৫ কোটি টাকা।

- করোনার প্রথম অভিঘাত চলাকালীন ২০২০ সালে দেশব্যাপী কঠোর লকডাউন অবস্থায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর থেকে একটি কন্ট্রোলরুম চালু রয়েছে। বাংলাদেশের যে কোন প্রান্তের কোন খামারী প্রাণিজ আমিষ উৎপাদনের নিমিত্তে পরিবহন সংক্রান্ত কোন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হলে উক্ত কন্ট্রোল রুম থেকে সমস্যা সমাধানের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় নির্দেশনা খামারীদের প্রদান করা হয়েছে।

চিত্রঃ কোভিড-১৯ অভিঘাত মোকাবেলায় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত ভ্রাম্যমাণ বিক্রয় কেন্দ্র

৭.৩ কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও গবাদি পশুর জাত উন্নয়নঃ

- দেশীয় গবাদি পশুর জাত উন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বর্তমানে সমগ্র দেশে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে প্রাণিসম্পদ হতে উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে গবাদি-পশুর উৎপাদনশীলতাও বৃদ্ধি পেয়েছে।
- প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর মোট ৪৪৬৪ টির বেশি কৃত্রিম প্রজনন উপকেন্দ্র/পয়েন্ট স্থাপনের মাধ্যমে দেশব্যাপী কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। গবাদি পশুর জাত উন্নয়নে ২০২০-২১ অর্থবছরে উৎপাদিত সিমেন এর পরিমান ছিল ৪৪.৪২ লক্ষ মাত্রা, পাশাপাশি কৃত্রিম প্রজনন কৃত গাভীর সংখ্যা ৪৩.৮১ লক্ষ।
- গবাদি পশুর জাত উন্নয়নের মাধ্যমে দুধ ও মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশে প্রথম প্রুভেন বুল (Proven Bull) ঘোষণা করা হয়েছে। বর্তমানে প্রুভেন বুল এর সংখ্যা ০৯টি । গবাদি পশুর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২০-২১ অর্থবছরে ৫০টি কেনডিডেট বুল উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে।
- দেশী গাভীর জাত উন্নয়নের লক্ষ্যে কৃত্রিম প্রজননকৃত গাভী থেকে ২০২০-২১ অর্থবছরে ১৬.৪৪ লক্ষ সংকর জাতের বাছুর উৎপাদিত হয়েছে।

চিত্রঃ কেন্দ্রীয় গো-প্রজনন কেন্দ্র, সাভার, ঢাকায় বাংলাদেশের সর্বপ্রথম প্রুভেন বুল

ছকঃ সিমেন উৎপাদন, কৃত্রিম প্রজনন এবং সংকর জাতের বাছুর উৎপাদনের বিগত ৫ বছরের পরিসংখ্যানঃ

গবাদি পশুর জাত উন্নয়নে কর্যক্রম	অর্থবছর				
	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১
সিমেন উৎপাদন (লক্ষ ডোজ)	৪১.৮২	৪২.৮৯	৪৪.৫১	৪৬.৭৪	৪৪.৪২
কৃত্রিম প্রজননকৃত গাভীর সংখ্যা (লক্ষ)	৩৬.৬৮	৩৮.৪৫	৪১.২৮	৪৪.৪১	৪৩.৮১
সংকর জাতের গবাদি পশুর বাছুর উৎপাদন (লক্ষ)	১২.৩৬	১২.২৬	১৩.১২	১৪.৭৮	১৬.৪৪

৭.৪ গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির চিকিৎসা প্রদান, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও সম্প্রসারণ কার্যক্রমঃ

- **চিকিৎসা কার্যক্রমঃ** গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগির রোগের প্রকোপ প্রতিরোধে চিকিৎসা কার্যক্রম জোরদারকরণ করা হয়েছে। প্রতি বছরের ন্যায় গত ২০২০-২১ অর্থবছওে সারাদেশে প্রায় ৯.৮৪ কোটি হাঁস-মুরগি, প্রায় ১.০৯ কোটি গবাদি পশুর এবং ৫২ হাজার ৫ শত ২৭ টি পোষা প্রাণির চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছে, যার ফলে দেশের প্রাণিস্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।
- **টিকা উৎপাদন ও সম্প্রসারণঃ** প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের গবেষণা প্রতিষ্ঠান ২০২০-২১ অর্থবছরে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির ১৭টি রোগের প্রায় ৩১.০২ কোটি ডোজ টিকা উৎপাদন করেছে, যা দিয়ে সারা দেশের প্রাণিস্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং উৎপাদন বৃদ্ধি নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের উপজেলা, জেলা দপ্তরের মাধ্যমে ৩১.১৬ কোটি ডোজ টিকা প্রদান সম্প্রসারণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

ছকঃ প্রজাতি ভেদে বিগত ৫ বছরে পশু-পাখির সংখ্যাঃ

গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগি (মিলিয়ন)	অর্থবছর				
	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১
গরু	২৩.৯৪	২৪.০৯	২৪.২৪	২৪.৪০	২৪.৫৫
মহিষ	১.৪৮	১.৪৯	১.৫০	১.৫১	১.৫০
ছাগল	২৫.৯৩	২৬.১০০৯	২৬.২৭	২৬.৪৪	২৬.৬০
ভেড়া	৩.৪০	৩.৪৭	৩.৫৪	৩.৬১	৩.৬৮
মোট গবাদিপশু	**৫৪.৭৫**	**৫৫.১৪**	**৫৫.৫৩**	**৫৫.৯৩**	**৫৬.৩৩**
মোরগ-মুরগি	২৭৫.১৮	২৮২.১৫	২৮৯.২৮	২৯৬.৬০	৩০৪.১১
হাঁস	৫৪.০২	৫৫.৮৫	৫৭.৭৫	৫৯.৭২	৬১.৭৫
মোট হাঁস-মুরগি	**৩২৯.২০**	**৩৩৮.০০**	**৩৪৭.০৪**	**৩৫৬.৩২**	**৩৬৫.৮৫**

ছকঃ টিকা উৎপাদন, টিকা প্রদান ও চিকিৎসা সংক্রান্ত বিগত ৫ বছরের পরিসংখ্যান (মিলিয়ন)

কর্মকান্ড	অর্থবছর				
	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১
গবাদি পশুর টিকা উৎপাদন (সংখ্যা)	১৬.১৯	১৫.৯৪	১৮.৭৬	২২.০৫	২৩.১৪
পোল্ট্রির টিকা উৎপাদন (সংখ্যা)	২৩৭.৫৪	২৩০.৩২	২৫৬.১০	২৫৫.৪৩	২৮৭.০৯
গবাদি পশুর টিকা প্রদান (সংখ্যা)	১৭.৮৬	১৫.৭৮	১৬.৫৩	১৮.৪৯	২২.১০
হাঁস-মুরগির টিকা প্রদান (সংখ্যা)	২২৯.৪৫	২৪৩.৩৯	২৪১.৪৮	২৪৯.৪৪	২৮৯.৫০
গবাদি পশুর চিকিৎসা (সংখ্যা)	২০.৭৮	১৯.২০	১১.৯৫	১০.৩০	১০.৯০
হাঁস-মুরগির চিকিৎসা (সংখ্যা)	১১৮.৯৫	১১৩.৯০	৯১.৫৯	৯০.৩০	৯৮.৪০

- **জুনোটিক এবং ইমারজিং ও রি-ইমারজিং রোগ নিয়ন্ত্রণঃ** বিশ্বের বহু দেশে পশুপাখি থেকে রোগ মানুষে ছড়িয়ে পড়ছে। বিশেষ করে এ্যানথ্রাক্স, বার্ড ফ্লু, সোয়াইন ফ্লু, জলাতংক, নিপা ভাইরাসসহ অনেক জুনোটিক রোগ ক্রমান্বয়ে পশু-পাখি থেকে মানুষে ছড়িয়ে পড়ছে। জুনোটিক রোগসমূহ পশু থেকে মানুষে যাতে ছড়িয়ে পড়তে না পারে সে জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর রোগ নিয়ন্ত্রণ এবং নির্মূলের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। অধিকন্তু ট্রান্সবাউন্ডারি প্রাণিরোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণকল্পে দেশের জল, স্থল ও বিমানবন্দও সমূহে মোট ২৪ টি কোয়ারেন্টাইন স্টেশন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বর্তমানে কোয়ারেন্টাইন ষ্টেশনগুলোতে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৭.৫ সরকারি খামারসমূহে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির বাচ্চা উৎপাদনঃ

- ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরাধীন খামার সমূহে ৩৮.৬৮ লক্ষ হাঁস-মুরগির বাচ্চা, গরুর ৫৮৭৬টি বাছুর, ১৫২১টি ছাগলের বাচ্চা এবং ৬৭টি মহিষের বাচ্চা উৎপাদিত হয়েছে। সরকারি ছাগল উন্নয়ন খামার হতে ৭২৬টি প্রজনন পাঁঠা বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া, হাঁস-মুরগির খামার গুলিতে ৬.৭৪ লক্ষ হাঁস-মুরগির বাচ্চা পালন করা হয়েছে। ডেয়রি খামার হতে ২০২০-২১ অর্থবছরে ১১.২৮ লক্ষ লিটার দুধ উৎপাদিত হয় এবং হাঁস-মুরগির খামার হতে ৯৬.২৭ লক্ষ ডিম উৎপাদিত হয়।
-

চিত্রঃ দুগ্ধ ও গবাদিপশু উন্নয়ন খামার, শেরপুর, বগুড়ার খন্ডচিত্র

- অধিদপ্তরাধীন ৫০টি হাঁস-মুরগির খামারের মধ্যে ১৫টি মুরগির খামার থেকে ১ দিনের ফাওমি ও সোনালি জাতের মুরগির বাচ্চা এবং ২১টি হাঁসের হ্যাচারি থেকে খাঁকী ক্যাম্বেল, জেনডিং ও বেইজিং জাতের হাঁসের বাচ্চা উৎপাদন করে কৃষকদের কাছে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হ্রাসকৃত মূল্যে বিক্রয় করা হয়েছে।

চিত্রঃ আঞ্চলিক হাঁস প্রজনন খামার, ময়মনসিংহে হাঁস পালনের খন্ডচিত্র

- অধিদপ্তরাধীন ০৭টি ডেইরি, ০১টি মহিষ, ০৭টি ছাগল উন্নয়ন খামার ও ০৩টি ভেড়ার প্রদর্শনী খামার রয়েছে। ডেয়রি খামার থেকে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে জনসাধারণের মধ্যে তরল দুধ বিক্রি করার পাশাপাশি খামারিদেও খামার স্থাপনের পরামর্শ প্রদানসহ বিনামূল্যে ঘাসের কাটিং বিতরণ করা হয়েছে।

চিত্রঃ সরকারি ছাগল উন্নয়ন খামার, সিলেটের খন্ডচিত্র

চিত্রঃ সরকারি ভেড়া উন্নয়ন খামার বগুড়া, শেরপুর এর খন্ডচিত্র

৭.৬ প্রাণি পুষ্টি গবেষণাগার প্রদত্ত পশুখাদ্য বিশ্লেষণ সেবা প্রদানঃ

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরাস্থিত কেন্দ্রীয় প্রাণিপুষ্টি গবেষণাগার থেকে পশুখাদ্য বিশ্লেষণ বিশেষ করে পশু খাদ্যে আমিষ, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও ক্যালরির পরিমাণ নির্ণয় করা হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে বিশ্লেষণকৃত পশুখাদ্য নমুনার সংখ্যা ছিল ৩৭৯১টি এবং বিশ্লেষণকৃত পুষ্টি উপাদানের সংখ্যা ছিল ১৪৬০৮ টি। স্বাস্থ্যবান ও মেধাবী জাতি গঠনে নিরাপদ ও পুষ্টি মান সম্পন্ন প্রাণিজাত আমিষের কোন বিকল্প নেই। প্রাণিজাত আমিষের বর্ধিত চাহিদার যোগান নিশ্চিত করার জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও এই খাত সংশ্লিষ্ট খামারী, শিল্প উদ্যোক্তাগণ, প্রাণিজাত পণ্য আমদানী বা রপ্তানিকারকগণ নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছেন, যার কারণে দেশে প্রাণিসম্পদ উৎপাদন ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রাণিজাত খাদ্যের উৎপাদন

বৃদ্ধির সাথে সাথে জনস্বাস্থ্য বিবেচনায় ‘মান সম্পন্ন প্রাণিজাত খাদ্য’ এর বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে। ‘মান সম্পন্ন প্রাণিজাত খাদ্য’ উৎপাদনের জন্য ‘মানসম্পন্ন প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ’ এর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ এবং প্রাণিজাত খাদ্যের গুণনগত মান নিশ্চিতের লক্ষ্যে ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষার কোন বিকল্প নেই। এ বিষয়টি উপলব্ধি করে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সম্পূর্ণ সরকারী অর্থায়নে জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০২২ মেয়াদে প্রায় ১১৫ কোটি ২ লক্ষ টাকার ‘প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ ও প্রাণিজাত খাদ্যের মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি **(কিউসিল্যাব)**’ স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এই প্রকল্পের আওতায় সাভারে আন্তর্জাতিক মানের ‘মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি’ বা কিউসি ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে এবং অত্র ল্যাবরেটরি গত আগস্ট ২০২০ মাস হতে সেবা গ্রহীতাগণ কর্তৃক প্রেরিত নমুনা পরীক্ষা শুরু করেছে। কিউসি ল্যাবটি চালু হওয়ার অল্প দিনের মধ্যেই উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে এবং বাংলাদেশের প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের অপার সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে।

চিত্র ঃ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব শ ম রেজাউল করিম, এমপি ২৭ আগষ্ট ২০২০ খ্রিস্টাব্দে মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরির শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন

৭.৭ চলমান উন্নয়ন প্রকল্পঃ

প্রাণিসম্পদের কাঙ্খিত ও সহনশীল উন্নয়নের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার প্রথম থেকেই বিনিয়োগ বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ২০২০-২১ অর্থবছরে ১২১৫.২১ কোটি (৮৬.৯৮%) টাকা ব্যয়ে ১৯টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পগুলো যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রাণিজ আমিষের টেকসই উৎপাদন নিশ্চিত করার পাশাপাশি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বাজার ব্যবস্থা জোরদারকরণ এবং প্রাণিজাত পণ্যেও value addition সৃষ্টি করার উদ্যোগ গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছে। টেকসই উৎপাদন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশ দুধ, মাংস ও ডিমে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের পাশাপাশি মেধাবী জাতি গঠনে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বপ্নের বাংলাদেশ ২০৪১ সালের মধ্যেই উন্নত দেশে পরিণত হবে।

চিত্রঃ কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার এ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মাঝে গরু বিতরণ করেন অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির সভাপতি সাবেক চিফ হুইপ উপাধ্যক্ষ ড. মোঃ আব্দুস শহীদ, এমপি

চিত্রঃ উপকূলীয় চরাঞ্চলে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রাণিজাত উপকরণ ভেড়া বিতরণ কার্যক্রম

চিত্রঃ এনএপিপি-২ প্রকল্পের আওতায় খামারীদের মাঝে গবাদি পশুর কৃমিনাশক ঔষুধ বিতরণ

চিত্রঃ ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগল প্রদর্শনী/মেলা ও বর্ণ্যাঢ্য র‍্যালী

চিত্রঃ এনএটিপি-২ প্রকল্পের আওতায় বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন

৮. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) এর বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

কার্যকর, দক্ষ ও গতিশীল প্রশাসনিক ব্যবস্থার অপরিহার্যতার কথা বিবেচনায় সরকারি কাজে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, সম্পদেও যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নের জন্য সরকারি দপ্তরে কর্ম সম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে অন্তর্ভূক্ত অধিদপ্তরের কৌশলগত উদ্দেশ্য সমূহের আওতায় ৫টি কৌশলগত উদ্দেশ্য এবং ২৮টি কার্যক্রমের বিপরীতে অর্জন প্রায় শতভাগ অর্জন সম্পন্ন হয়েছে। প্রাণিজ আমিষের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মাঠপর্যায়ের কার্যালয় সমূহের সাথে মহাপরিচালক মহোদয়ের ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে স্বাক্ষর ও লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে, যা বাস্তবায়নে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

চিত্রঃ মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় সমূহের সাথে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এর ২০২১-২২ অর্থবছরের APA চুক্তি স্বাক্ষর

৯. সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপঃ

পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বর্তমান সরকার প্রাণিসম্পদ খাতে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়নে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করেছে-

- ২০২৩ সালের মধ্যে হাঁস-মুরগির উৎপাদন দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে, পশুখাদ্য কোয়ালিটি নিশ্চিতকল্পে প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ ও প্রাণিজাত খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণ গবেষণাগার স্থাপন করা হয়েছে, রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে টিকা প্রদান এবং খামার স্থাপনে প্রয়োজনীয় পরামর্শের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- প্রাণিখাদ্য, গবাদি পশুর ঔষধ পত্র ও চিকিৎসা ব্যয় হ্রাস ও সহজ প্রাপ্য করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। খামারীদের উৎপাদিত প্রাণিজাত পণ্যের যাতে ভাল দাম পাওয়া যায় তার জন্য মার্কেট লিংকেজ এবং ভ্যালু চেইন এর উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।
- ছোট ও মাঝারি আকারের দুগ্ধ ও পোল্ট্রি খামার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সহজ শর্তে ঋণ, প্রয়োজনমতো ভর্তুকি, প্রযুক্তিগত পরামর্শ ও নীতি-সহায়তার কার্যক্রমে জোর আরোপ করা হয়েছে।
- সর্বোপরি, **"আমার গ্রাম আমার শহর"** বাস্তবায়নে গবাদি পশু-পাখির বর্জ্য/গোবর থেকে বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনের মাধ্যমে সহজলভ্য জ্বালানী এবং জৈব সার সরবরাহ নিশ্চিত কল্পে প্রয়োজনীয় কারিগরী সহায়তা জোরদার করা হয়েছে।

খামারী প্রশিক্ষণ

খামারীদের মাঝে ঘাসের কাটিং বিতরণ

উঠান বৈঠকে খামারীদের হাতে কলমে প্রশিক্ষণ

খামারীদের তিতির পালনে উদ্বুদ্ধকরণ

ভেটেরিনারি মেডিকেল টিম কার্যক্রম

মাংস প্রক্রিয়াকারী ও বিক্রেতাদেও প্রশিক্ষণ

চিত্রঃ সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়নে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর থেকে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের খন্ডচিত্র

১০. মুজিববর্ষ উৎযাপন উপলক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের গৃহীত কার্যক্রমঃ

মুজিববর্ষকে স্মরণীয় করার লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সুনিদির্ষ্ট কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমগুলো হলো-

- শিশু-কিশোরদের জন্য বাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানার প্রাণিযাদু ঘরে প্রবেশ উন্মুক্তকরণ;
- গবাদি পশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন প্রতি জেলায় একটি স্মার্ট লাইভস্টক ভিলেজ স্থাপন;
- ফ্রি ভেটেরিনারি মেডিকেল ক্যাম্প স্থাপন;
- মাংস প্রকিয়াজাতকারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান জোরদারকরণ;
- উন্নত জাতের বাছুরের প্রজেনী শো প্রদর্শন;
- ফারমার্স ফিল্ড স্কুল কার্যক্রম জোরদারকরণ;
- মোবাইল এস.এম. এস কার্যক্রমের মাধ্যমে অনলাইন চিকিৎসা সেবা জোরদারকরণ;
- স্কুল মিল্ক ফিডিং এবং ডিম খাওয়ানো কর্মসূচি এবং
- প্রাণিজ আমিষ সম্পর্কে জনসচেতনা মূলক কার্যক্রম।

চিত্রঃ মুজিব জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত স্মার্ট লাইভস্টক ভিলেজ

১১. টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) অর্জনের অগ্রগতিঃ

পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ এর ম্যাপিং অনুযায়ী প্রাণিসম্পদ সেক্টর টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টে মোট ৯টি অভীষ্ট এবং ২৮টি লক্ষ্যমাত্রার সাথে সরাসরি সংপৃক্ত হয়ে কাজ করছে। এসডিজি অভীষ্ট-১ এবং ২ অর্জন কল্পে ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি সুনির্দিষ্ট প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে, যা ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত বাংলাদেশ গঠনে কার্যকর ভূমিকা রাখবে। সকলের জন্য নিরাপদ পুষ্টি নিশ্চিতকরণ এবং দারিদ্র বিমোচনের সাথে প্রাণিসম্পদ সেক্টর ঘনিষ্টভাবে জড়িত। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর SDG এর কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করে সে অনুযায়ী টেকসই উৎপাদন ব্যবস্থা নিশ্চিতকল্পে সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম ও নীতিমালা গ্রহণ করেছে এবং সে অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছে। প্রাণিসম্পদের সংশ্লিষ্ট SDG-এ অভীষ্ট ও লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে ৫১টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে যার মধ্যে ১৪টি প্রকল্প ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে, ১৭টি প্রকল্প চলমান রয়েছে এবং ২০টি প্রকল্প অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। যেগুলো সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে SDG এর সকল অভীষ্ট ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করে ২০৩০ সালের মধ্যে দেশ প্রাণিজ আমিষের চাহিদাপূরণে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করবে।

চিত্রঃ এসডিজি বাস্তবায়ন তথা নারীর ক্ষমতায়ন এবং নিরাপদ প্রাণিজ আমিষ উৎপাদনে প্রাণিসম্পদ সেক্টর

১২. অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিবরণঃ

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের অধীনস্থ সকল দপ্তরের অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এর অডিট শাখা বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দ্বিপক্ষীয় ও ত্রিপক্ষীয় সভা আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। অধিদপ্তরের পেনশনারদেও ধারাবাহিক চাকুরি বিবরণী অনুযায়ী অডিট আপত্তি ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্যাদির সারসংক্ষেপ প্রতিবেদন প্রদান করা হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ৪৯টি অডিট আপত্তির মধ্যে ৪০টি নিষ্পত্তি হয়েছে। নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তির টাকার পরিমাণ ১৩.২৮ কোটি টাকা।

১৩. মানবসম্পদ উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপঃ

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে গত ২০২০-২১ অর্থবছরে ১০১টি কর্মসূচীর মাধ্যমে ২১৯০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং বিভিন্ন প্রকল্প কর্তৃক ১৭২৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নারীর ক্ষমতায়ন এবং দক্ষ জনবল তৈরি করার মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ খাতের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সার্বিক চিত্র পরিবর্তন হচ্ছে।

চিত্রঃ মানবসম্পদ উন্নয়নকল্পে মহিষ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) এর আওতায় প্রশিক্ষণ ভবন কাম ডরমেটরী ভবন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব রওনক মাহমুদ

১৩.১ দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিঃ

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর লক্ষ লক্ষ বেকার যুবক, যুব-মহিলা, ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষককে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালনে সম্পৃক্ত করে আত্নকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বেকারত্ব দূরীকরণ ও ভাগ্য পরিবর্তনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক মোট ২.২০ লক্ষ বেকার যুবক, যুব-মহিলা, দুস্থ মহিলা, ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষককে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করে আত্নকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বেকারত্ব ঘোচানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। গবাদি পশু পালনে সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ২০২০-২১ অর্থবছরে আয়োজিত উঠান বৈঠকের সংখ্যা ২৮৪৬২টি এবং উঠান বৈঠকে অংশগ্রহণকারী খামারী ৩.৩৯ লক্ষ জন। দারিদ্র বিমোচন ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনের লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ নিম্নবর্ণিতঃ

- স্বাস্থ্য সম্মত ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ কার্যক্রম;
- ক্ষুদ্র খামারিদের জন্য বাণিজ্যিক লেয়ার ও বয়লার পালন মডেল সম্প্রসারণ;
- স্ল্যাট/স্লট পদ্ধতিতে ছাগল পালন বাংলাদেশের সাধারণত উন্মুক্ত অবস্থায় ছাগল পালন কার্যক্রম সম্প্রসারন;
- গ্রামীণ পরিবেশে হাঁস পালন প্রযুক্তি সম্প্রসারণ;
- পারিবারিক পর্যায়ে কোয়েল/টার্কি/খরগোশ/কবুতর পালন প্রযুক্তি সম্প্রসারণ।

চিত্রঃ শ্রেষ্ঠ ছাগল খামারীদের মাঝে প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ ও পুরস্কার বিতরণ করছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব শ ম রেজাউল করিম, এমপি

১৩.২ মানবসম্পদ উন্নয়ন ও কারিগরী শিক্ষার প্রসার:

ঝিনাইদহ সরকারি ভেটেরিনারি কলেজে বিগত ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত মোট ৭টি ব্যাচে ৪২০ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হয়েছে। পাশাপাশি, সিরাজগঞ্জ সরকারী ভেটেরিনারি কলেজে ২০২০-২১ অর্থবছর পর্যন্ত ৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হয়েছে। এছাড়া, টেকনিক্যাল জনবল সৃষ্টির লক্ষ্যে 'এষ্টাবলিশমেন্ট অব ইনষ্টিটিউট অব লাইভস্টক সায়েন্স এন্ড টেকনোলোজি' প্রকল্পের আওতায় ২০২০-২১ অর্থবছরে গাইবান্ধায় Institute of Livestock Science and Technology (ILST)-তে ৫১ জন এবং নাসিরনগর ILST-তে ৪৯ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হয়েছে। উক্ত প্রকল্পে আরও ৩টি প্রাণিসম্পদ ডিপ্লোমা ইনষ্টিটিউট স্থাপনের কার্যক্রম শেষ পর্যায়ে রয়েছে। তাছাড়া, সিলেট, বরিশাল ও লালমনিরহাটে আরও ৩টি ILST স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। যার মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে দক্ষ জনবল তৈরি করার পাশাপাশি আত্ন-কর্মসংস্থানের বিশাল সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মদক্ষতা উন্নয়নে ভবিষ্যতে বিভিন্ন কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

চিত্রঃ ঝিনাইদহ সরকারি ভেটেরিনারি কলেজে ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের নবীনবরণ অনুষ্ঠানে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক জনাব ডাঃ আবদুল জব্বার শিকদার

১৪.ইনোভেশন কার্যক্রমঃ

- বর্তমানে ২৬টি ইনোভেশন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- Digitalization of Artificial Insemination Service শীর্ষক ইনোভেশন উদ্যোগটি এটুআই কর্তৃক প্রাথমিকভাবে নির্ধারিত হয়েছে। ঝালকাঠির নলছিটি উপজেলায় এই কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- প্রায় ৮০টি উপজেলার ৮০টি ইউনিয়নে প্রাণিস্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে এবং উক্ত কেন্দ্রগুলোতে সেবাদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- প্রাণিসম্পদের সেবাদান কার্যক্রম হিসাবে " Livestock Diary" মোবাইল এবস চলমান আছে।
- গ্রাম ভিত্তিক গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগির রোগপ্রতিরোধ এবং চিকিৎসা সেবায় প্রাণিসম্পদ সেবা ক্যাম্প পরিচালনা করা হচ্ছে।
- সেবা সহজীকরণের অংশ হিসেবে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর পোল্টি ও ডেইরি খামার রেজিস্টেশন ও নবায়ন কার্যক্রম গ্রহণ, এবং পশু খাদ্য ও ঔষুধ আমদানির জন্য এনওসি প্রদান করা হয়েছে। খামার রেজিস্ট্রেশন এর মাধ্যমে খামারীদের সেবা প্রদান করা হচ্ছে।
- SMS সার্ভিস চলমান রয়েছে- প্রাণিসম্পদের নানাবিধ কার্যক্রম ১৬৩৫৮ নাম্বারে এসএমএস করে বিনামূল্যে সেবা পাওয়া যাচ্ছে।

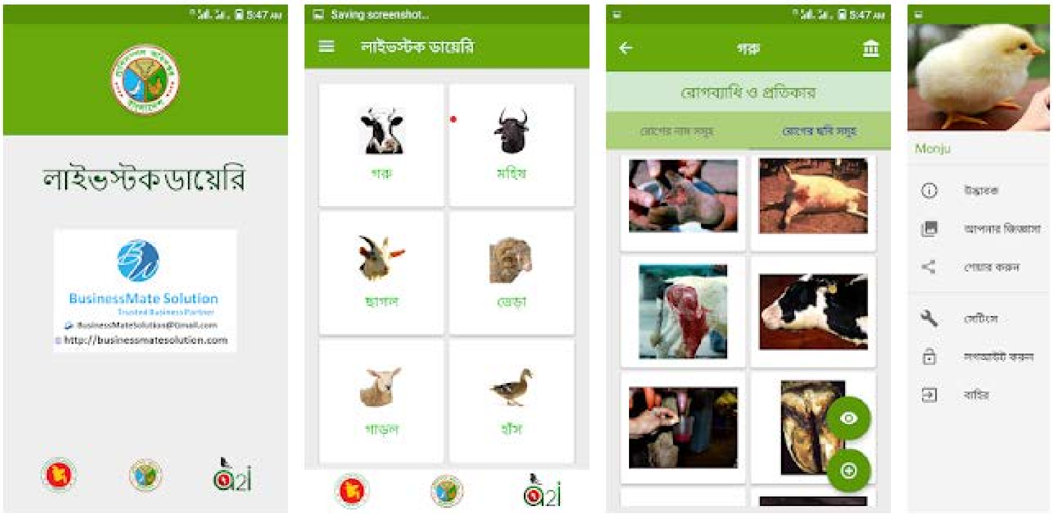

চিত্রঃ " Livestock Diary" মোবাইল এপস

১৫. আইসিটি/ ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রমঃ

- ডিজিটালাইজেশন করার অংশ হিসেবে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটটিতে (www.dls.gov.bd) অনলাইন মাসিক/ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রদান, চাকুরির বিজ্ঞপ্তি, টেন্ডার, বদলির আদেশ এবং অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট সর্বশেষ তথ্য হালনাগাদ করা হচ্ছে;
- ই-রিক্রুটমেন্ট সিস্টেম প্রবর্তন, ই-ফাইলিং এবং ই-জিপি প্রবর্তনের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের নিয়মিত কাজের স্বচ্ছতা বৃদ্ধির পাশাপাশি দ্রুত সময়ে কাজ করা সম্ভব হচ্ছে;
- কর্মকর্তাগণের ডাটাবেজ প্রণয়ন এবং নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে;
- দাপ্তরিক ইমেইল সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট;
- ফেসবুক গ্রুপের মাধ্যমে জুম মিটিং ও ওয়েবিনার এর আয়োজন করা হচ্ছে।

১৬. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল চর্চার বিবরণঃ

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ২০২০-২১ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কাঠামোর প্রতিবেদন তৈরি করেছে এবং সে অনুযায়ী কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। দপ্তরসমূহের সকল কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হচ্ছে। অধিদপ্তরের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের শুদ্ধাচার বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ২০২০-২১ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ৯৭% কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

১৭. অভিযোগ/অসন্তুষ্টি নিষ্পত্তির ব্যবস্থা

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরসহ অন্যান্য দপ্তরসমূহে সহজে দৃষ্টিগোচর হয় এমন স্থানে অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা হয়েছে। অভিযোগ বাক্সে প্রাপ্ত অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তি করার বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনার আলোকে প্রাপ্ত অভিযোগ নিষ্পত্তির পাশাপাশি নিয়মিতভাবে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ করা হচ্ছে।

১৮.আইন, বিধি ও নীতিমালাপ্রণয়নঃ

ক্রমবর্ধমান প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে আইনী সহায়তা একান্ত আবশ্যক। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এর উৎপাদন উপকরণ এবং প্রাণিজাত খাদ্যের মাননিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত প্রচলিত আইন ও বিধিমালা প্রয়োগের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসম্মত প্রাণিজ আমিষ নিশ্চিত করা। ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রাণিসম্পদ বিষয়ক বিভিন্ন আইন বাস্তবায়নে ৬৭৬টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেছে।
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য বিদ্যমান আইন ও বিধিমালাসমূহঃ

- পশু রোগআইন, ২০০৫;
- বাংলাদেশ পশু ও পশুজাত পণ্য সঙ্গনিরোধ আইন, ২০০৫;
- পশু রোগ বিধিমালা, ২০০৮;
- মৎস্য খাদ্য ও পশুখাদ্য আইন, ২০১০;
- পশুজবাই ও মাংসের মাননিয়ন্ত্রন আইন, ২০১১;
- পশুখাদ্য বিধিমালা, ২০১৩;
- প্রাণি কল্যাণ আইন, ২০১৯।

উল্লেখিত আইন ও বিধিমালাসমূহ যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর গবাদি পশুর জাত উন্নয়ন, গো-খাদ্যের মাননিয়ন্ত্রণ এবং নিরাপদ প্রাণিজ আমিষ নিশ্চিতকরণে কাজ করে যাচ্ছে, যাতে রয়েছে বর্তমান সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা এবং আন্তরিকতা।

চিত্রঃ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব শ ম রেজাউল করিম, এমপি প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ২০২০-২১ অর্থবছরের বিভিন্ন আইন বাস্তবায়নসহ অধিদিপ্তরের সার্বিক কর্মকান্ড নিয়ে আলোকপাত করেন

১৮. উপসংহারঃ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতে তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী ও প্রাজ্ঞ নেতৃত্বে ইতোমধ্যে, বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে। ২০৪১ সালে উন্নত দেশে রুপান্তরের লক্ষ্যে নিরাপদ প্রাণিজ আমিষের অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণের পাশাপাশি রপ্তানি আয় বৃদ্ধিতে বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ এবং সুষ্ঠু বাস্তবায়নের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বিনির্মাণে প্রাণিসম্পদ সেক্টর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। তাই করোনা মহামারির মধ্যেও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর আপামর জনগোষ্ঠীর প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ, দারিদ্র বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নারীর ক্ষমতায়ন, চামড়া এবং চামড়াজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন ও রপ্তানিতে এবং বিশেষ করে খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি নিরাপত্তা বিধানে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।